যুগান্তর

তারিখ ৫ JAN ২০১০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

এমপিওভুক্তির নীতিমালার সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সুপারিশমালা রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নতুন নীতিমালায় এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে 'কালো আইন' হিসেবে আখ্যায়িত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোর ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব ও সুপারিশ করা হয়েছে। সূত্র জানায়, সুপারিশ চূড়ান্ত করে নীতিমালার ভিত্তিতে অবিলম্বে এবং দ্রুততর সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে চলতি অর্থবছরের শুরু

সুপারিশ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

সুপারিশ : এপিওভুক্তির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকেই এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করার যে ঘোষণা ছিল তা শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত হচ্ছে। নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি সূত্রে জানা গেছে, নীতিমালা অনুমোদন এবং ঘোষণার পর থেকেই এটি বাস্তবায়ন হবে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত কবে হবে বা আদৌ এ বছর হবে কিনা, তা অনিশ্চয়তার মধ্যেই থেকে গেল। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারিভাবে বেতন-ভাতা দেয়ার নাম এমপিও (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার)। যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয় কেবল তারাই এ অনুদান পেয়ে থাকে। ২০০৪ সালে সর্বশেষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়। বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা এমপিওভুক্ত নয়। এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার সঙ্গে সাংসদের স্থানীয় রাজনীতি জড়িত। যে কারণে ক্ষমতায় আসার পর সাংসদরা মন্ত্রণালয়ে এতো ডিও পাঠিয়েছেন, গুণে শেষ করা যায় না। জানা গেছে, সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে কমিটির কয়েকজন সদস্য গতকাল বিকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে সুপারিশমালা শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন এমপি, অধ্যাপক শাহ আলম এমপি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক এমএ আউয়াল সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সদস্যরা সুপারিশমালার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তার কাছে কিছু দিকনির্দেশনা চাওয়া হয়েছে বলে কমিটি সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, নতুন নীতিমালায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির বয়স আট বছর হলেও পদোন্নতির ব্যবস্থা, বেসরকারি কলেজ ও স্কুলের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগের শর্ত শিথিল করে কলেজের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১২ ও ১০ এবং প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে ৩ বছর করা, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ থেকেই সব শিক্ষকের চাকরির বেতন পাবার বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন নীতিমালার প্রস্তাবনায়। নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, ২০০৩ সাল থেকে অব্যাহত বন্ধ থাকা এমপিওভুক্তি দ্রুত চালু করতে সরকারকে সুপারিশ করা হয়েছে। এটি সুপারিশ বাস্তবায়ন হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের যে বঞ্চনা ছিল তার অবসান ঘটবে। এর আগে সকালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারি অনুদানভুক্তকরণ (শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ) সংক্রান্ত নীতিমালার সুপারিশমালা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।